বাংলাদেশ ও ভারতের মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ ও ভারত দুই বন্ধুপ্রতিম দেশের মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেছেন, “বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের অবদান চিরস্মরণীয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের দেশের প্রায় এক কোটি মানুষকে ভারত যেমন আশ্রয়-খাদ্য-রসদসহ সবরকম সহায়তা দিয়েছে, তেমনি হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য এদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। সে কারণে আমাদের দু’দেশের বন্ধুত্ব রক্তের অক্ষরে লেখা। করোনাভাইরাসজনিত বৈশ্বিক মহামারি মোকাবিলাতেও ভারতের পক্ষ থেকে বিশ লাখ ভ্যাকসিন উপহার সেই বন্ধুত্বেরই স্মারক।’

প্রধানমন্ত্রী ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষে শুক্রবার দেওয়া এক বাণীতে এ প্রত্যাশার কথা বলেন। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় আজ কলকাতায় প্যারেড গ্রাউন্ডে স্মরণসভার আয়োজন করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বিখ্যাত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের প্রাক্কালে এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রণালয় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিক সহায়তায় মহান দিবসটি উপলক্ষে সেই ঐতিহ্যবাহী প্যারেড গ্রাউন্ডে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপদূতাবাসকে সঙ্গে নিয়ে যে স্মরণসভা আয়োজন করেছে, তা একটি মাইলফলক উদ্যোগ।

ছাত্রজীবনে জাতির পিতার কলকাতায় অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্ববহ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই শহরের ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ) থেকে বঙ্গবন্ধু উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এ সময়েই তিনি জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে

অংশগ্রহণ করেন এবং শুদ্ধ রাজনীতির চর্চা ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের অনন্য সম্মিলনে ধর্মনিরপেক্ষতা কীভাবে সমাজজীবনকে বদলে দিতে পারে, তা তিনি কলকাতা শহরে ছাত্রাবস্থাতেই রপ্ত করেছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় ৭২ লাখ বাংলাদেশি আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন গোটা কলকাতা হয়ে উঠেছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের মিলনমেলা। ভারত সরকারের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরাগী নেতৃবৃন্দ কলকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। সে সময় কলকাতার কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীসহ সকলেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিলেন।

তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বাঙালি জাতির পিতার প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল সীমাহীন। শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে কলকাতায় যাত্রা বিরতি করবেন, এমনটাই ভেবেছিল কলকাতাবাসী। কিন্তু জাতির পিতা তার স্বপ্নের স্বাধীন দেশের মাটিতে আগে যেতে চেয়েছিলেন বলে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ দিল্লি থেকে সরাসরি ঢাকা যাওয়ার পথে কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে বার্তা পাঠান যে, তিনি অতি শিগগিরই কলকাতা আসবেন।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরবর্তীতে জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তিনদিনের সফরে কলকাতায় যান এবং ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসভায় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর উপস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ স্বতঃস্ফূর্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীর সম্মুখে ভাষণ প্রদান করেন। সেদিন তিনি উত্তাল জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চিরদিন অটুট থাকবে’।

তার অগ্নিঝরা ভাষণে উপস্থিত জনতা আবেগপ্লুত হয়েছিলেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য ভারতের জনগণ, সরকার, সশস্ত্রবাহিনী, বিশেষ করে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি বঙ্গবন্ধু গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং আসামের জনগণের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্যারেড গ্রাউন্ডে জাতির পিতার ঐতিহাসিক ভাষণের মাহেদ্রক্ষণে স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তার

আত্মার শান্তি কামনা করেন। সেই সঙ্গে তিনি গভীর কৃতজ্ঞাভরে স্মরণ করেন, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণের একাত্মতা ও আত্মত্যাগ।

সূত্র: বাসস

কারচুপির চিত্র তুলে ধরতে ছয় বিভাগে সমাবেশের ঘোষণা

ভোট কারচুপির প্রতিবাদে এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে ছয় বিভাগীয় শহরে সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাজশাহী-খুলনার বিএনপি দলীয় মেয়রপ্রার্থীরা।

.

গতকাল সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে বরিশাল সিটি করপোরেশনের মেয়র প্রার্থী বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান সরোয়ার এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রামে ১৩ ফেব্রুয়ারি, বরিশালে ১৮ ফেব্রুয়ারি, খুলনায় ২৭ ফেব্রুয়ারি, রাজশাহীতে ১ মার্চ, ঢাকা উত্তর ৩ মার্চ এবং ঢাকা দক্ষিণে ৪ মার্চ সমাবেশ।

সরোয়ার বলেন, ছয় মহানগরে ছয়টি সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা জনতার সামনে ভোট কারচুপির বিষয়গুলো তুলে ধরতে চাই। ভোটের অধিকারের কথা বলতে চাই। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে চাই, আমাদের জনগণের কাছে যেতে যেন কোনো বাধা না দেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সারোয়ার ছাড়াও রাজশাহীর মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, চট্টগ্রামের ডা. শাহাদাত হোসেন, ঢাকা উত্তরের তাবিথ আউয়াল ও ঢাকা দক্ষিণের ইশরাক হোসেন উপস্থিত ছিলেন। খুলনার মেয়র প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। আয়োজকরা জানান, পারিবারিক কারণে তিনি খুলনায় গেছেন।

এ সময় বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী উপস্থিত

থাকলেও তিনি কোনো বক্তব্য রাখেননি। এক প্রশ্নের জবাবে চট্টগ্রামের মেয়র প্রার্থী ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, আমরা ভেবেছিলাম সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হবে-চট্টগ্রামে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। কিন্তু আমরা দেখছি চট্টগ্রামের সিটি নির্বাচনে রাষ্ট্রযন্ত্র, প্রশাসনযন্ত্র, আওয়ামী লীগ ও সরকার মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

এই যে ছয়টি মহানগরে সমাবেশ হবে- এগুলো অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে হবে। জনগণ আমাদের প্রধান শক্তি। আমরা তাদের কাছে আপিল করব-নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য বডির অধীনে নির্বাচন চাই, যে বডি কারচুপি করবে না।

ঢাকা উত্তরের সিটি নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থী তাবিথ আউয়াল বলেন, একবছরপূর্তি হতে যাচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের। একটা তামাশার নির্বাচন হয়েছিল।

তিনি বলেন, আমাদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে। গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য আমাদের জনমত গড়ে তুলতে হবে।

ঢাকা দক্ষিণের ধানের শীষের প্রার্থী ইশরাক হোসেন বলেন, এই সরকারের অধীনে যদি এক হাজারটা নির্বাচন হয়, তাহলে একই ফলাফল হবে। যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ছিল, সেই ব্যবস্থায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রে আর কোনোদিনও ফেরত যাবে না।

পুলিশ সম্পর্কে মনগড়া প্রতিবেদন আলজাজিরার

কাতারভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল ‘আলজাজিরায় গত ২ ফেব্রুয়ারি ‘অল দি প্রাইম মিনিস্টারস মেন’ শিরোনামে পুলিশ সম্পর্কে মনগড়া, উদ্দেশ্যমূলক ও মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনের প্রতিবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন। গণমাধ্যমে পাঠানো অ্যাসোসিয়েশনের দফতর সম্পাদক

(অতিরিক্ত উপ-কমিশনার) আর এম ফয়জুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে প্রতিবেদনটিকে অসৎ উদ্দেশ্যে প্রচারিত দুরভিসন্ধিমূলক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রতিবাদ বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) হিসেবে ড. বেনজীর আহমেদ দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় পুলিশের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে সব ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তিনি। বেনজীর আহমেদ পুলিশ সদস্যদের সব ধরনের অপেশাদার আচরণ ও মাদকের সঙ্গে পুলিশের যে কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে ‘শূন্য সহিষ্ণুতা’ নীতি প্রদর্শন করে চলেছেন। পুলিশের অভ্যন্তরীণ অনিয়ম/দুর্নীতি রোধে কাজ করছেন আইজিপি। পুলিশের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত থাকার তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনে ফৌজদারি অথবা বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কাউকেই ছাড় দেওয়া হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত পুলিশ সদস্যদের কল্যাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের সর্বোচ্চ জবাবদিহিতা ও পেশাগত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতেও নিয়েছেন নানা পদক্ষেপ। সর্বোপরি, আধুনিক বিট পুলিশিংয়ের মাধ্যমে তিনি পুলিশি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন, যা ইতিমধ্যে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। তাঁর এ উদ্যোগ জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। করোনাকালে বর্তমান আইজিপির নেতৃত্বে সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে অকুতোভয় পুলিশ সদস্যরা পেশাদারিত্ব, আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ দায়িত্ব পালনকালে এ পর্যন্ত ৮৫ জন পুলিশ সদস্য জনগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছেন। করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ১৯ হাজার পুলিশ সদস্য।

প্রতিবাদলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আলজাজিরার প্রতিবেদনে জনৈক ব্যক্তির বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইজিপি ও ডিএমপি কমিশনার কর্তৃক উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে ওসি পদায়নের কথা উল্লেখ করেছেন। ওই ব্যক্তি আদৌ এ ধরনের বক্তব্য প্রদান করেছেন নাকি কাট, কপি ও পেস্ট করে এ বক্তব্য তৈরি করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই। তবে প্রাথমিকভাবে আমরা অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানতে পেরেছি ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে অবস্থান করছেন। দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থানের কারণে বর্তমান প্রজন্মের পুলিশিং এবং পুলিশের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে তার কোনো স্বচ্ছ ধারণা নেই। উপরন্তু বাংলাদেশ পুলিশের

বর্তমান প্রজন্মের অফিসারদের সঙ্গে তার কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। সাক্ষাৎকারে পুলিশ সম্পর্কে তার প্রদত্ত বক্তব্য কল্পনানির্ভর মর্মে প্রতীয়মান হয়।

ডিএমপির এয়ারপোর্ট থানায় ওসি বদলি সম্পর্কে ওই ব্যক্তির বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে, ডিএমপির এয়ারপোর্ট থানা পুলিশের অধিক্ষেত্র অন্যান্য থানার মতো বিস্তৃত নয়। ডিএমপির ৫০টি থানার আয়তনের দিক বিবেচনায় সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম আয়তনের থানা এয়ারপোর্ট থানা। এ থানা এলাকায় অন্যান্য থানার তুলনায় কম সংখ্যক জনগণ বসবাস করেন। এ ছাড়া, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টটি এয়ারপোর্ট থানার মধ্যে অবস্থিত হলেও এয়ারপোর্ট ও তৎসংলগ্ন সংরক্ষিত এলাকায় এয়ারপোর্ট থানা পুলিশের কর্মপরিধি অত্যন্ত সীমিত।

এয়ারপোর্ট ও তৎসংলগ্ন সংরক্ষিত এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও অপরাধমূলক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন), অ্যাবসেক (অইঝঊঈ), ইমিগ্রেশন পুলিশ, কাস্টমস, সিভিল এভিয়েশন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, আনসারসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অপরাধ সংঘটিত হলে বা যৌক্তিকভাবে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারের প্রয়োজন হলে সুরক্ষিত এয়ারপোর্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাই দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কোনো ঘটনায় মামলা রুজু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে সংশিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি এয়ারপোর্ট থানায় অভিযোগ দাখিল করেন এবং গ্রেফতার ব্যক্তিকে থানায় সোপর্দ করেন। এয়ারপোর্টের সব ধরনের কার্যক্রম সিসিটিভি মনিটরিংয়ের আওতায় রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তারা এয়ারপোর্ট থানার কার্যক্রম সার্বক্ষণিক নজরদারি করছেন। অধিকন্তু এয়ারপোর্ট এলাকায় নিরাপত্তা টহল কার্যক্রম ও আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পালন করে থাকে।

প্রতিবেদনে জনৈক ব্যক্তি তার বক্তব্যে এয়ারপোর্ট থানার ওসি বদলি/পদায়নের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইজিপি এবং ডিএমপি কমিশনারের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একজন সৎ, সজ্জন এবং আদর্শ রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে সর্বমহলে সুপরিচিত। থানায় ওসি পদায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী তিনি কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নন। সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য একজন সম্মানিত ব্যক্তি সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্য অনভিপ্রেত ও অনাকাক্সিক্ষত। বর্তমান আইজিপি ড. বেনজীর আহমেদ ‘ক্লিন ইমেজের’ একজন পুলিশ

কর্মকর্তা হিসেবে সুপরিচিত। পুলিশপ্রধান হিসেবে তিনি বাংলাদেশ পুলিশের প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী থানায় ওসি বদলি/পদায়নের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট নন।

এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ওই ব্যক্তির পুলিশে বদলি/পদায়ন সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা নেই। ডিএমপির বর্তমান পুলিশ কমিশনার একজন দক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে সুপরিচিত। তিনি পুলিশ কমিশনার হিসেবে যোগদানের পর পরই থানায় আগত সেবাপ্রত্যাশীরা যাতে হয়রানির শিকার না হন এবং যথাযথ আইনি সেবা পান সে লক্ষ্যে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সে ক্ষেত্রে থানায় ওসি বদলি/পদায়নে উৎকোচ গ্রহণের প্রসঙ্গের অবতারণা বাতুলতা মাত্র। এতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশ পুলিশের অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে ওই ব্যক্তির কোনো ধারণাই নেই। এ ধরনের বক্তব্য তার কল্পনাপ্রসূত এবং বানোয়াট।

আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধের সূচনাকারী বাংলাদেশ পুলিশের প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র, সরকার ও জনগণের প্রতি অবিচল আস্থা এবং শ্রদ্ধা রেখে দেশ ও জনগণের কল্যাণে অহর্নিশ কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ পুলিশ দেশের যে কোনো প্রয়োজন ও সংকটে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আইজিপি ড. বেনজীর আহমেদের নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন ও লক্ষ্য পূরণে যখন বাংলাদেশ পুলিশ এগিয়ে যাচ্ছে, যখন ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের উপযোগী করে বাংলাদেশ পুলিশকে গড়ে তোলা হচ্ছে, তখন একটি মহলের এ ধরনের দুরভিসন্ধিমূলক প্রতিবেদন প্রচার অত্যন্ত অনাকাক্সিক্ষত।

বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার মোহা. শফিকুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জায়েদুল আলম এ প্রতিবেদনের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। সুত্র:- বিডি প্রতিদিন

সাবেক এমপি হাবিবসহ ৫০ জনের কারাদন্ড

দীর্ঘ ১৯ বছর পর সাতক্ষীরার কলারোয়ায় তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গাড়ি বহরে হামলা মামলার রায় ঘোষণা করেছেন আদালত। রায়ে সাতক্ষীরা-১ আসনের সাবেক এমপি হাবিবুল ইসলাম হাবিবসহ তিন জনকে ১০ বছরের কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত। ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত অপর দুজন হলেন ৪ নম্বর পলাতক আসামি মো. আরিফুর রহমান ওরফে রঞ্জু এবং রিপন। এছাড়া পলাতক আসামি যুবদল নেতা আব্দুল কাদের বাচ্চুকে ৯ বছরের কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত। বাকি ৪৬ জন আসামির ৪ বছর থেকে শুরু করে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) আলোচিত এ মামলায় জেল হাজতে থাকা ৩৪ জন আসামির উপস্থিতিতে রায় ঘোষণা করেন সাতক্ষীরার মুখ্য বিচারিক হাকিম মো. হুমায়ুন কবীর।
মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, ধর্ষণের শিকার এক মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে দেখতে ২০০২ সালের ৩০ আগস্ট সাতক্ষীরার কলারোয়ায় যান আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। সড়ক পথে ঢাকায় ফেরার পথে সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা বিএনপি অফিসের সামনে শেখ হাসিনার গাড়িবহরে হামলার ঘটনা ঘটে। শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। বোমা বিস্ফোরণ ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে।

এরপর হাইকোর্টে আবেদন করে ২০১৪ সালে মামলা দায়ের করা হয়। ২০১৫ সালে এ ঘটনায় আদালতে চার্জশিট দেওয়া হয়। এর মধ্যে হত্যাচেষ্টা মামলায় এক আসামি রকিব ওরফে রাকিবুর রহমানের বয়স ঘটনার সময় ১০ বছর ছিল উল্লেখ করে হাইকোর্টে মামলা বাতিলে আবেদন করা হয়। ২০১৭ সালের ২৩ আগস্ট ওই আবেদন হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়ে রুল জারি করেন। এ রুলের ওপর শুনানি শেষে ৮ অক্টোবর রুলটি খারিজ করে রায় দেন হাইকোর্ট। এরপর হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে আপিল করে আসামিপক্ষ।

সবশেষ গত বছরের ২৪ নভেম্বর দায়ের করা মামলা বাতিল চেয়ে এক আসামি আবেদন করলে আপিল বিভাগ তা খারিজ করে দেন। ফলে বিচারিক আদালতে এ মামলা চলতে আর কোনও বাধা নেই বলে জানিয়েছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এসএম মুনির।

গত ২৭ জানুয়ারি যুক্তিতর্ক শেষে কাঠগড়ায় থাকা ৩৪ জনকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি রায়ের জন্য দিন ধার্য করেন মুখ্য বিচারিক হাকিম মো. হুমায়ুন কবীর। মামলায় ১৬ জন আসামি পলাতক রয়েছেন।

সাজাপ্রাপ্ত অপর আসামিরা হলেন আশরাফ হোসেন, নজরুল ইসলাম, মো. আব্দুর রাজ্জাক, শেখ তামিম আজাদ মেরিন, মো. আব্দুর রকিব মোল্যা, মো. আক্তারুল ইসলাম, মো. আব্দুল মজিদ, মো. হাসান আলী, ময়না, মো. আব্দুস সাত্তার, তোফাজ্জেল হোসেন সেন্টু, মো. জহুরুল ইসলাম, গোলাম রসুল, অ্যাড. মো. আব্দুস সাত্তার, আব্দুস সামাদ, মো. আলতাফ হোসেন, শাহাবুদ্দিন, মো. সাহেব আলী, সিরাজুল ইসলাম, রকিব, ট্রলি শহীদুল, মো. মনিরুল ইসলাম, শেখ কামরুল ইসলাম, ইয়াছিন আলী, শেলী, শাহিনুর রহমান, দিদার মোড়ল, সোহাগ হোসেন, মাহাফুজুর মোল্লা, আব্দুল গফফার গাজী, রিঙ্কু, অ্যাড. মো. আব্দুস সামাদ, টাইগার খোকন ওরফে বেড়ে খোকন।

সাজাপ্রাপ্ত পলাতক অপর আসামিরা হলেন, আব্দুল কাদের বাচ্চু, মফিজুল ইসলাম, মো. আলাউদ্দিন, খালেদ মঞ্জুর রোমেল, ইয়াছিন আলী, রবিউল ইসলাম, মাজাহারুল ইসলাম, আব্দুল খালেক, আব্দুর রব, সঞ্জু, নাজমুল হোসেন, জাবিদ রায়হান লাকী, কনক, মো. মাহাফুজুর রহমান।

আসামি পক্ষের আইনজীবী শাহানারা পারভিন বকুল বলেন, ‘আমরা ন্যায়বিচার পাইনি। এই রায়ে সন্তুষ্ট হবো কিভাবে? আমরা উচ্চ আদালতে যাবো। আশাকরি উচ্চ আদালত আমাদের ন্যায়বিচার দেবেন। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সবাই উৎসাহ দেখিয়েছেন। কেউ এমপি হবেন, কেউ মেয়র হবেন, কেউ চাকরিতে প্রোমোশন নেবেন, এই হচ্ছে মামলার ঘটনা।’

তিনি আরও বলেন, ঘটনার পরদিন ৩১ জানুয়ারি কোনও পত্রিকায় হাবিবুল ইসলাম হাবিবের ছবি আসেনি, নাম তো আসেইনি। সে যদি ঘটনাস্থলে থাকতো, তাহলে অবশ্যই ছবি আসতো। ছবি এবং নাম কোনোটাই আসেনি। তারমানে এই ঘটনায় তার কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই। তারপরও সাজা দেওয়া হয়েছে।

তবে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এস এম মুনির বলেন, ঘটনার দিন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম হাবিবের পরামর্শে ও নির্দেশে প্রায় চার-পাঁচশ’ নেতাকর্মী ও বিএনপির সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছিল। এই হামলার বিচার শুরু

হয়েছিল, আজকে রায়ের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটলো। সাতক্ষীরার জনগণ কলঙ্কমুক্ত হলো।

আজকের রায়ে হাবিবুল ইসলাম হাবিব, আরিফ এবং রিপন এই তিন জনকে ১০ বছর পর্যন্ত সাজা দেওয়া হয়েছে। বাচ্চু এবং রঞ্জুকে ৯ বছর করে সাজা দিয়েছেন আদালত। সর্বনিম্ন সাড়ে চার বছর সাজা দেওয়া হয়েছে। এবং অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। কাউকে খালাস দেওয়া হয়নি।

এই রায়ে আপনার খুশি কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, রায়ে সরকার খুব একটা খুশি না। তবে রায়ের বিস্তারিত দেখার পর আমরা চিন্তা করবো রায়ের পর আমাদের কিছু করার আছে কিনা। যদি কিছু করার থাকে, অবশ্যই হাইকোর্টে আমরা আপিল করবো। এই মামলায় সর্বোচ্চ সাজা ১০ বছর পর্যন্ত ছিল, অন্যান্য সেকশনে টোটাল সাজা প্রায় ২৬ পর্যন্ত হতে পারতো। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত সাজা হয়েছে। উচ্চ আদালতে যাবো কি, যাবো না তা রায়ের কপি না দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিনা। আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

এদিকে রায়ের পর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা। রায়কে স্বাগত জানিয়ে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে শহরে মিছিল বের করা হয়। এতে মূল দল ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

শেখ হাসিনার গাড়িবহরে হামলা: সাবেক এমপিসহ ৫০ জনের জেল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গাড়িবহরে হামলা মামলার প্রধান আসামি বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সাবেক এমপি হাবিবুল ইসলাম হাবিবসহ ৫০ আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় সাতক্ষীরা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মো. হুমায়ুন কবীর আসামিদের মামলার রায় ঘোষণা করেন।

মামলার প্রধান আসামি সাতক্ষীরা-১ (তালা-কলারোয়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক। রায়ে হাবিবুল ইসলাম হাবিব, বিএনপি নেতা রিপন ও আরিফকে ১০ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বাকি ৪৭ আসামিকে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন মেয়াদের সাজা।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অডিশনাল অ্যাটর্নি জেনারেল মুনির হোসেন জানান, এই রায়ের মাধ্যমে সাতক্ষীরা আজ কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। এই রায়ে আমরা সন্তোষ প্রকাশ করছি।
অন্যদিকে, আসামি পক্ষের আইনজীবী সাহানারা পারভীন বকুল জানান, হাবিবুল ইসলাম হাবিব ঘটনার দিন সাতক্ষীরাতেই ছিলেন না। আমরা পর্যাপ্ত ডকুমেন্ট আদালতে উপস্থাপন করার পরও উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই রায় দেওয়া হয়েছে। আমরা ন্যায় বিচার পাইনি। সকলে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করার জন্য এই রায় দিয়েছে। উচ্চ আদালতে আপিল করা হবে।

মামলার রায়কে কেন্দ্র করে সকাল ১০টা ৫ মিনিটে সাতক্ষীরা জেলা কারাগার থেকে ৩৪ আসামিদের আনা হয় সাতক্ষীরা আদালতে। এরপর রায় ঘোষণা শেষে সাড়ে ১০টার দিকে পুনরায় আসামীদের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

কারাগারে নেওয়ার প্রাক্কালে বিএনপির এ কেন্দ্রীয় নেতা হাবিবুল ইসলাম হাবিব বলেন, আমি নির্দোষ। রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করতে এই রায় দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০২ সালের ৩০ আগস্ট সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে ধর্ষণের শিকার এক মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে দেখতে আসেন তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ফেরার পথে সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে পৌঁছালে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শেখ হাসিনার গাড়িবহরে বোমা হামলা চালায় বিএনপির নেতাকর্মীরা। গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়।

হামলায় সাবেক সংসদ সদস্য তৎকালিন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ইঞ্জিনিয়র শেখ মুজিবুর রহমানসহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিক আহত হন। এ ঘটনায় কলারোয়া উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোসলেম উদ্দিন বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। মামলায় ৫০ জনকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দেয় কলারোয়া থানা পুলিশ।

গবেষণা ছাড়া কোনো উন্নতি হয় না: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পরই কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। যার কারণে ১৯৯৮ সালে প্রথম খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। কৃষি গবেষণায় আরও গুরুত্ব দিতে হবে। গবেষণা ছাড়া কোনো উন্নতি হয় না।

বৃহস্পতিবার (৪ ফেব্রুয়ারী) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত ‘১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস’- এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধুকন্যা এসময় আরও বলেন, কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন জাতির পিতাই শুরু করেছিলেন। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর-সেটি বঙ্গবন্ধু উপলদ্ধি করতেন বলে তিনি কৃষিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দিয়েছিলেন।

সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে পুরো মিয়ানমার

মিয়ানমার এখন সেনা সরকারের পুরো কবজায়। মিয়ানমার সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের প্রথম দিনেই ক্ষমতাচ্যুত অং সান সু চির সরকারের অধিকাংশ সদস্যকে বরখাস্ত করে নতুন লোক নিয়োগ করেছে। দুই দিন পেরিয়ে গেলেও মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চি ও প্রেসিডেন্ট উয়িন মিন্টসহ কাকে কোথায় কীভাবে রাখা হয়েছে তা প্রকাশ হয়নি।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বলছে, মিয়ানমারের রাস্তাঘাটে খুব একটা

বেশি পরিবর্তন চোখে পড়ে না। সোমবারের সেনা অভ্যুত্থানের পর গতকাল পর্যন্ত মিয়ানমারে বড় ধরনের কোনো বিক্ষোভ হয়নি। পার্থক্য বলতে রাস্তায় রয়েছে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী। তবে সকালে এক ট্যাক্সিচালক এএফপিকে বলেন, আমরা বিক্ষোভ করতে চাই। কিন্তু আমাদের মা (সু চি) তাঁদের হাতে। আমরা খুব বেশি কিছু করতে পারি না।

আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থাগুলোর খবর, মিয়ানমার সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের প্রথম দিনেই সু চি সরকারের ২৪ জন মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীকে বরখাস্ত করেছে। সেই সঙ্গে নতুন ১১ জন মন্ত্রী নিয়োগ করেছে। নতুনদের বেশির ভাগই সিনিয়র সেনা কর্মকর্তা। কয়েকজন রয়েছেন সেনা সমর্থিত দল ইউএসডিপির সদস্য। ইউএসপিডির অন্যতম নেতা উনা মং লউনকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

জানা গেছে, তিনি নভেম্বরের নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন। সেনাবাহিনী পরিচালিত টেলিভিশনে নতুন এসব নিয়োগের ঘোষণা দেওয়া হয়। সোমবার ভোরে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট উয়িন মিন্ট, ক্ষমতাসীন দলের নেত্রী অং সান সু চিসহ কয়েকজন মন্ত্রীকে আটক করার পর দেশজুড়ে এক বছরের জরুরি অবস্থা জারি করেছে সেনাবাহিনী। এ দিন ভোরের আলো ফোটার আগেই সু চি ও মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট উয়িন মিন্টকে নেপিদো থেকে আটক করে সেনাবাহিনী। এরপর থেকে সু চিকে কোথায় রাখা হয়েছে, বিষয়টি স্পষ্ট করেনি সেনাবাহিনী। তবে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশটির সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের এক দিন পর মঙ্গলবার অং সান সু চির দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) আটক নেতাদের দ্রুত মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

মিয়ানমারের পত্রিকা মিয়ানমার টাইমস জানিয়েছে, মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানে আটক অং সান সু চির দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির (এনএলডি) মান্দালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ এখন সেনাবাহিনী ও পুলিশের হাতে। পুলিশ কার্যালয়টি বন্ধ করে দিয়েছে। কার্যালয়ে অবস্থান করা দলের নেতা-কর্মীদের বের করে দিয়ে এর নিয়ন্ত্রণ নেয় পুলিশ। পুলিশ ওই এলাকায় চলাচল সীমিত করে দিয়েছে এবং পরে কার্যালয়ের ভিতরে তল্লাশি চালায়। এনএলডির তথ্য কমিটির এক সদস্যের বরাত দিয়ে মিয়ানমার টাইমস জানায়, মান্দালয়ের মুখ্যমন্ত্রী এখন গৃহবন্দী আছেন এবং সাগাইংয়ের মুখ্যমন্ত্রী ইউ মিন্ট নাইংকে হুলতাউ চত্বরে রাখা হয়েছে। মান্দালয়ের আঞ্চলিক সরকার ও মান্দালয় সিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির কার্যালয় এখন

সেনাবাহিনী ও পুলিশের কয়েকটি ব্যাটালিয়নের নিয়ন্ত্রণে।

এ ছাড়া, মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের আবাসিক ভবনের নিয়ন্ত্রণও এখন তাদের হাতে। আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিয়ানমারের পার্লামেন্টের শত শত আইনপ্রণেতাকে দেশটির রাজধানী নেপিদোতে ‘খোলা জায়গায় বন্দীশিবিরে’ রেখেছে সেনা শাসকরা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক আইনপ্রণেতা বলেছেন, তাদেরকে যেখানে রাখা হয়েছে সেই কম্পাউন্ডটি ‘খোলা জায়গায় বন্দীশিবির’। তিনি আরও বলেছেন, আমি খুবই উদ্বিগ্ন। আমাদেরকে বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। পার্লামেন্টের প্রায় ৪০০ সদস্যের সঙ্গে তিনি নেপিদোতে একটি সরকারি হাউজিং কমপ্লেক্সে রয়েছেন। সেখানে তারা একে অপরের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা টেলিফোনে নিজেদের এলাকায় কথা বলেছেন উল্লেখ করে তিনি আরও জানিয়েছেন, তবে কাউকে কম্পাউন্ডের বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

তিনি বলেছেন, কমপ্লেক্সের ভিতরে পুলিশ ও বাইরে সেনা সদস্যরা টহল দিচ্ছে। অং সান সু চির ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) ও অন্যান্য ছোট ছোট দলের নেতারা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গত রাতটি নির্ঘুম কাটিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। এনএলডির এক আইনপ্রণেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, ‘শুনেছি, তাদেরকে (সু চি ও মিন্ট) নেপিদোতে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। তাদেরকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই বলে আমাদের জানানো হয়েছে। তারপরও আমরা তাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন। তারা বাসায় রয়েছেন এর ছবি যদি দেখানো হতো তাহলে আমরা অনেকটা নিশ্চিত হতে পারতাম।’

এক দিন পর খুলে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ব্যাংক: মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের এক দিন পর দেশটির ব্যাংকগুলো খুলেছে। তবে এখনো বন্ধ রয়েছে শেয়ারবাজারের কার্যক্রম। সোমবার নেটওয়ার্ক দুর্বল জানিয়ে আর্থিক সেবা বন্ধ করে দেয় মিয়ানমার ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন। পরে তারা একটি বিবৃতিতে জানায়, মঙ্গলবার ব্যাংক খোলা। অং সান সু চিকে আটকের পর থেকে দেশটির ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। কিছু কিছু জায়গায় টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ব্যাংক, পুঁজিবাজারের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। দেশব্যাপী দোকানপাটও নির্দিষ্ট সময়ের আগে বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য সব কিছুর কারণ হিসেবে নেটওয়ার্ক ত্রুটির কথা বলা হয়। তবে এখনো শেয়ারবাজারের কার্যক্রম বন্ধ আছে।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বসছে নিরাপত্তা পরিষদ: মিয়ানমারে অভ্যুত্থানের ফলে দেশটিতে এখনো থাকা ৬ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমানের দুর্দশা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে ভয় পাচ্ছে জাতিসংঘ। মিয়ানমারের অভ্যুত্থান নিয়ে মঙ্গলবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বৈঠক হওয়ার কথা। তার আগের দিন জাতিসংঘের মুখপাত্র মিয়ানমারে থাকা রোহিঙ্গাদের নিয়ে এ উদ্বেগ জানালেন। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক বলেছেন, এখনো ৬ লাখ রোহিঙ্গা রাখাইনে আছে, যাদের মধ্যে ১ লাখ ২০ হাজার বিভিন্ন শিবিরে আটকা।

তারা স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারছে না; স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। আমাদের ভয় হচ্ছে, এ ঘটনা (অভ্যুত্থান) তাদের পরিস্থিতি আরও খারাপ করে দিতে পারে। মঙ্গলবার মিয়ানমার পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে রুদ্ধদ্বার আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কূটনীতিকরা। যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত বারবারা উডওয়াড বলেছেন, আমরা সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি হুমকি নিয়ে কথা বলতে চাই; এ বিষয়ে অবশ্যই মিয়ানমারের এশিয়া ও আসিয়ান প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে।

২০১৭ সালে রাখাইনে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিষদ যেসব পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল রাশিয়ার সমর্থন নিয়ে চীন সেসব আটকে দেয়। সোমবার জাতিসংঘের চীন দূতাবাস জানিয়েছে, মঙ্গলবার নিরাপত্তা পরিষদের ব্রিফিংয়ে মিয়ানমারের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও অনেক কিছুই জানা যাবে বলে তারা আশা করছে। জাতিসংঘে চীন মিশনের এক মুখপাত্র বলেছেন, আমরা আরও আশা করছি যে, পরিষদ এমন পদক্ষেপই নেবে যা মিয়ানমারের পরিস্থিতিকে আরও জটিল না করে সেখানকার স্থিতিশীলতার জন্য সহায়ক হবে।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে: মিয়ানমারে অভ্যুত্থানের পর দেশটিতে আগামী এক বছরের জন্য জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা।

এই ঘটনায় মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে অবস্থানরত লাখ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমানদের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের মতে, সেনা অভ্যুত্থানের ফলে রাখাইন রাজ্যে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে। তাদের দুর্দশা আরও অনেকাংশে বেড়ে যাবে। সূত্র: দ্য স্ট্রেইটস টাইমস।

এ বিষয়ে জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টেফানে দুযারিক বলেছেন, ‘মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে এখনো ৬ লাখ রোহিঙ্গা রয়েছে। এর মধ্যে ১ লাখ ২০ হাজার ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় আছেন। তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় তাদের সুযোগ খুবই সীমিত। আমরা শঙ্কা করছি, দেশটির নতুন এই সেনা অভ্যুত্থান সেখানে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি আরও অবনতি ঘটাবে।

মিয়ানমার পরিস্থিতিতে বিএনপির উদ্বেগ

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংসদ বাতিল করে মিয়ানমারের সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিএনপি। গতকাল মঙ্গলবার বিএনপির সহ-দফতর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘গণতন্ত্র, সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন, আইনের শাসন ও মৌলিক মানবাধিকার অগ্রাহ্য করে জনগণের ওপর কর্তৃত্ববাদী শাসনের নির্মম শিকার বাংলাদেশের জনগণের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি মনে করে যে, দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে মিয়ানমারের জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার ও শাসনব্যবস্থা অর্জন করেছিলেন, তা কেড়ে নেওয়া অনৈতিক ও অগ্রহণযোগ্য।

তিনি বলেন, ‘জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের কাছে দায়বদ্ধ ও জবাবদিহির রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতি প্রতিবেশী মিয়ানমারের জনগণ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে-তা’ বাংলাদেশের ভুক্তভোগী জনগণ ভালোভাবেই অনুভব করে, বিধায় বাংলাদেশের জনগণ মিয়ানমারে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অব্যাহত দেখতে চায়।’

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘গত কয়েক বছর ধরে মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত কয়েক

লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অবস্থান করলেও তাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের কোনো ব্যবস্থা বাংলাদেশ সরকার করতে পারেনি।

নতুন এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি যাতে আরও দুস্কর কিংবা জটিল না হয়ে পড়ে, সে ব্যাপারে দ্রুত কার্যকর কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে বিএনপি।’ বিডি প্রতিদিন

বাবা-ছেলেসহ সারা দেশে বাবা- ছেলেসহ প্রাণ গেল ১৮ জন

গত দুই দিনে বিষাক্ত মদপানে অন্তত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরের এসব ঘটনা ভাবিয়ে তুলেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন সংস্থাকে। কয়েকটি ঘটনায় তারা ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

বগুড়ায় বিষাক্ত মদপানে একই পরিবারের বাবা-ছেলেসহ মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ১২ জনে দাঁড়িয়েছে। একদিনের ব্যবধানে অসুস্থ থাকা আরো ৭ জন মারা গেছেন।

বগুড়া পুলিশ বিভাগ বলছে, ১০টি লাশ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। ময়নাতদন্তে জানা যাবে তাদের মৃত্যুর কারণ। অপর দু’জন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

এদিকে, মদপানে অসুস্থ রঞ্জুর ভাই মনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে গত সোমবার রাতে বগুড়া সদর থানায় মামলা করেছেন। এই মামলায় বগুড়া শহরের পারুল হোমিও হল, খান হোমিও হল ও পুনম হোমিওসহ কয়েকজন হোমিও ব্যবসায়ীকে দায়ী করেছেন।

বগুড়ার পুলিশ সুপার আলী আশরাফ ভুঞা জানান, বগুড়ায় বিষাক্ত মদপানে এখন পর্যন্ত চারজন মারা গেছে। অন্য যাদের নাম এসেছে তাদের বিষয়ে তদন্ত চলছে। তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বিষাক্ত মদপানে সর্বশেষ মারা যাওয়া তিনজন হলেন, বগুড়া শহরের তিনমাথা পুরান বগুড়া দক্ষিণপাড়ার পাদুকা শ্রমিক প্রেমনাথ রবিদাস (৭০), বগুড়া সদরের ফুলবাড়ী মধ্যপাড়ার রিকশাচালক আব্দুল জলিল (৬৫), ফাঁপোড় পশ্চিমপাড়ার রিকশাচালক জুলফিকার আলী (৫৫) এবং মঙ্গলবার বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার দুরুলিয়া গ্রামে বিষাক্ত মদপানে মারা যায় মেহেদি হাসান (২৫) ও উপজেলার কাটাবাড়িয়া গ্রামের আবদুল আহাদ (৩০)।

এর আগে গত সোমবার জেলা শহরের কয়েকটি এলাকায় মারা যায় পুরান বগুড়া দক্ষিণপাড়ার প্রেমনাথ রবিদাসের পুত্র সুমন রবিদাস (৩০) ও একই পরিবারের সদস্য রামনাথ রবিদাস (৬০), পুরান বগুড়া তিনমাথার জিলাদারপাড়ার রাজমিস্ত্রি রমজান আলী (৬৫), ফুলবাড়ী দক্ষিণপাড়ার এলাকার দিনমজুর মো. পলাশ (৩৫), কাটনারপাড়া হটুমিয়া লেন শ্রমিক সাজু প্রাং (৫৫) ও মোজাহার আলী (৭৫) ও কাহালু পৌর এলাকার অটোরিকশার চালক আবুল কালাম (৫০)।

এদিকে পুলিশ বলছে, মোজাহার আলীসহ দুইজন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। এ কারণে ১০টি লাশের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।

মারা যাওয়া সুমন রবিদাসের ভাই সাগর রবি দাস জানান, ময়নাতদন্ত শেষে তার পিতা প্রেমনাথ রবিদাস, ভাই সুমন রবিদাস ও কাকা রামনাথ রবিদাসের লাশ বুঝে পেয়েছেন। তার পরিবারে একদিনে তিনটি লাশ সৎকার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বগুড়া সদর থানা সূত্রে জানা যায়, গত ৩১ জানুয়ারি রাতে পুরান বগুড়া, ভবের বাজার, কালিতলা, ফুলবাড়ি ও কাটনারপাড়া এলাকায় আলাদা করে বিষাক্ত মদপান করে বেশ কয়েজন।

বিষাক্ত মদপানে অসুস্থ হয়ে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে শিববাটি এলাকার হোটেল শ্রমিক রঞ্জু মিয়া (৪০), ফুলবাড়ী এলাকার বিদ্যুতের মিস্ত্রি আইয়ুব আলী
(৩৯) ও একই এলাকার পায়েল (৩৮)।

বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ূন কবির জানান, রঞ্জু মিয়ার ভাই বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। ওই মামলায় পারুল, পুনম, খান নামের তিনটিসহ কয়েকটি হোমিও হলের নামে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযুক্ত হোমিও ব্যবসায়ীদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

বগুড়ার শাজাহানপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আম্বার হোসেন

জানান, মঙ্গলবার শাজাহানপুর উপজেলার দুরুলিয়া গ্রামে বিষাক্ত মদপানে মারা গেছে খবর পেয়ে মেহেদি হাসান (২৫) ও উপজেলার কাটাবাড়িয়া গ্রামের আবদুল আহাদ (৩০) নামে দুইজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশ দুটি বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত করা হয়। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে পরবর্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে মেহেদী পেশায় একজন থ্রী হুইলার সিএনজি অটোরিকশা টেকনিশিয়ান ও আহাদ পেশায় একজন ভুমি সার্ভেয়ার।

এছাড়াও একই দিন সকালে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি পাবলিক রিলেশন এজেন্সির দুই কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন- শিহাব জহির ও মীর কায়সার।

হাসপাতাল সূত্র জানায়, ওই দুজনসহ আরও কয়েকজন গাজীপুরের একটি রিসোর্টে যান। সেখান থেকে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তারা। অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলে দুজন মারা যান। গতকাল সকালে মহাখালীর ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই তিনজনের মধ্যে জহিরের মৃত্যুর ঘটনায় কাফরুল থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেলিমুজ্জামান।

গাজীপুরের ওই রিসোর্টে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিজ্ঞাপণী সংস্থা ফোরথপিআরের ৪৩ জন কর্মী নিজেরাই একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। প্রতি চার বছরে একবার এ ধরনের একটি আয়োজন করেন তারা। সেখানে তারা মদপানের পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে ঢাকার কোনো বারে মদ না পেয়ে তারা গাজীপুরে গিয়ে স্থানীয় একজনকে দিয়ে মদ কিনে আনান। মদ খেয়ে ঢাকায় ফেরার পথে গাড়িতেই অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর সকালে দুজন মারা যান।

এ ছাড়া অসুস্থ অবস্থায় সাতজনকে রাজধানীর কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এসব বিষয়ে জানতে চাইলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার বলেন, ‘ঘটনাগুলো আমাদের নজরে এসেছে। আমরা তো মদ আমদানি করি না। আমরা শুধু লাইসেন্স দিই। তবে মারা যাওয়ার ঘটনায় খতিয়ে দেখা হচ্ছে যে মদগুলো কাদের কাছ থেকে কেনা হয়েছে।’ এদিকে মদপানে রাজধানীতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার বন্ধুদের সঙ্গে ইউল্যাবের ওই ছাত্রী উত্তরার একটি রেস্তোরাঁয় যান। সেখানে অসুস্থতা বোধ করলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বন্ধুর বাসায়। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় শনিবার তাকে রাজধানীর আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার মৃত্যু হয় তার।

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল লতিফ জানান, মারা যাওয়া ওই ছাত্রীসহ পাঁচজন গত শুক্রবার উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরে ব্যাম্বুশুট নামে একটি রেস্তোরাঁয় যান।

সেখানে তারা মদ পান করেন। এরপর ওই ছাত্রীসহ তার আরেক বন্ধু আরাফাতও অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আনোয়ার খান মডার্নে মেয়েটির মৃত্যু হয়।

এদিকে আরাফাতও অসুস্থ হয়ে গত শুক্রবারই সিটি হাসপাতালে মারা যান। তবে পুলিশ ওই খবর জানতে পারে গতকাল। মারা যাওয়া মেয়েটির বাবা থানায় মামলা করেছেন। মামলায় তিনি অভিযোগ করেছেন, তার মেয়েকে তাফসীরের বাসায় নিয়ে ‘ধর্ষণ করে’ তার ছেলেবন্ধু রায়হান।

দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ গবেষণা সংস্থা ব্রি

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লডার ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গ্লোভাল থিঙ্ক ট্যাঙ্কস জরিপে খাদ্য নিরাপত্তা ও এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন নিয়ে গবেষণাকারী দক্ষিণ এশিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শীর্ষ অবস্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। গত বছরও ব্রি একই ক্যাটাগরিতে শীর্ষ স্থানে ছিল।

সারাবিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে এমন ৬৮টি গবেষণা ও নীতি নির্ধারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিচালিত এই জরিপে ব্রি দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে এবং সারা বিশ্বে ১৬তম অবস্থানে রয়েছে। একই তালিকায় ভারতের ইন্টারন্যাশনাল ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর সেমি এরিড

ট্রপিক (আইসিআরআইএসএটি) ২৯তম, বাংলাদেশের সিপিডির অবস্থান একই বিভাগে ৩৫তম এবং ফিলিপাইনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) ২৯তম স্থানে রয়েছে।

গত ২৮ জানুয়ারি পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের থিঙ্ক ট্যাঙ্কস অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি প্রোগ্রাম (টিটিসিএসপি) এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করে।

পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লডার ইনস্টিটিউটের থিঙ্ক ট্যাঙ্কস এবং সিভিল সোসাইটি প্রোগ্রাম (টিটিসিএসপি) বিশ্বব্যাপী সরকার এবং নাগরিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে। ২০০৬ সালে সূচকটি চালু হওয়ার পরে গ্লোভাল থিঙ্ক ট্যাঙ্কস সূচক বা জিজিটিটিআইয়ের ১৫তম গবেষণা প্রতিবেদন এটি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ব্রিসহ ৪৬টি থিঙ্ক ট্যাঙ্কস রয়েছে যারা খাদ্য ও এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন নিয়ে কাজ করে। এটি সারা বিশ্বে ১৭৯৬ টিরও বেশি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, একাডেমিয়া, সরকারি ও বেসরকারি দাতাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করে।

জিজিটিটিআই ইনডেক্সে ২০২০ সালে ১৮টি ক্যাটাগরিতে বিশ্বব্যাপী ১৭৪টি প্রতিষ্ঠানকে শীর্ষস্থানীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কস হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্রি ৬৮টি খাদ্য সুরক্ষা ও নীতি গবেষণা সংস্থার মধ্যে ১৬তম অবস্থানে উঠে এসেছে।